দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 JAN 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকার ৫০ স্কুলের পনেরটিতে অতিরিক্ত ফি আদায়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি নেয়া হয়েছে এমন তথ্য পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটি। কমিটি ঢাকা শহরের ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য নিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে এমন প্রমাণ পেয়েছে কমিটি। কমিটি সূত্র জানায়, কমিটি তদন্তের সকল তথ্য-উপাত্ত মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। কমিটির সদস্যরা মনে করে, যেসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ভর্তি ফি নিয়েছে সেগুলো অভিভাবকদের কাছে জমা দেয়া উচিত। কমিটির প্রধান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক শফিকুর রহমান। অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন ইত্তেফাককে বলেন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানান, বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে—এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয়।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, ভিকারুন নিসা, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুলও রয়েছে এর মধ্যে

রাজধানীর মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তি ফি ছাড়াও ডোনেশনের নামে নেয়া হয় ২০ হাজার টাকা। ওই টাকা নেয়া হলেও দেয়া হয়নি কোন রশিদ। এছাড়া ভিকারুন নিসা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে বাংলা ভার্সনে ভর্তির জন্য ১২ হাজার ২০০ টাকা ও ইংরেজি ভার্সনে আদায় করা হয় ১৪ হাজার ১০০ টাকা। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি বাবদ ৬০ হাজারেরও বেশি টাকা আদায় করা হয়। আইডিয়াল স্কুলের মূল শাখায় বাংলা মাধ্যমে ১৩ হাজার ৭০০ টাকা, কলোনি শাখায় ৬ হাজার ৭০০ টাকা এবং মুগদা শাখায় ৩৪ হাজার টাকা আদায় করা হয়। এছাড়াও রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুলসহ বেশ কয়েকটি স্কুল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে।

নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৪ ডিসেম্বর একটি নীতিমালা জারি করে। নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ একশ টাকা গ্রহণ করা যাবে। এছাড়া সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০ টাকা, উপজেলা সদর এলাকায় এক হাজার টাকা, জেলা সদর এলাকায় ২ হাজার টাকা, ঢাকা মেট্রোপলিটন ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩ হাজার পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

ঢাকায় ৫০ স্কুলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টাকা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ৫ হাজার টাকার বেশি হবে না। ভর্তি ফি ও ভর্তি ফরম বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশি আদায় করলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু সরকারি এ নির্দেশনা অমান্য করে রাজধানীসহ দেশের স্কুলগুলো শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করে। এ নিয়ে এবার বেশ সমালোচনা হলে কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অভিভাবকরা বলেন, তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হোক। এছাড়া পুনঃভর্তির নামে যে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে সে বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করার দাবি জানান। অভিভাবকরা বলেন, শুধু রাজধানীতে নয় বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এমনকি মফস্বল শহরের বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি আদায় করছে। শুধু অর্থ ফেরত নয়, সরকারি নির্দেশনা না মানার কারণে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি করেন তারা।